

2378 - মোহরানা স্ত্রীর সাব্যস্ত অধিকার

প্রশ্ন

আমি মোহরানার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে আগ্রহী। ইসলাম কি মোহরানা ন্যায়ের অনুমতি দিয়ে; নাকি মোহরানা ন্যায়টাকে গুনাহ হিসেবে গণ্য করে? যদি মোহরানা ন্যায়টি গুনাহ হয় তাহলে যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে মোহরানা নিয়েছে সে এটাকে কি করবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইসলামে মোহরানা স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার। স্ত্রী সম্পূর্ণ মোহরানা হালাল হিসেবে গ্রহণ করবেন। কিছু কিছু দেশে যে কথা ছড়িয়ে আছে যে, স্ত্রীর কোন মোহরানা প্রাপ্য নাই ইসলামের বধিান এর বিপরীত। স্ত্রীকে মোহরানা দেয়া ওয়াজবি হওয়ার পক্ষে অসংখ্য দলিল রয়েছে। যমেন:

আল্লাহর বাণী:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً سورة النساء/ 4

"তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে/ফরয জনে/ নারীদেরকে তাদের মোহরানা প্রদান কর।"[সূরা নসিা, আয়াত: 8]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: النحلة মান মোহরানা।

ইবনে কাছীর (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরিকারগণের বক্তব্যের মর্মার্থ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: "পুরুষের উপর স্ত্রীকে মোহরানা দেওয়া অপরিহার্য ওয়াজবি এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে দিতে হবে"।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আর তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাইলে এবং তাদের কাউকে (মোহরানাস্বরূপ) বিপুল সম্পদ দিয়ে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

থাকলে তা থেকে কিছুই নবে না। তোমরা ক'অপবাদ দিয়ে আর স্পষ্ট পাপ করে তা (ফেরত) নতি চাচ্ছ? তোমরা তা ক'ভাবে (ফেরত) নতি পার, অথচ তোমরা একে অপরের সাথে একান্ত সম্পর্ক গড়ে (সহবাস করছে) আর তারাও তোমাদের কাছ থেকে শক্ত অঙ্গীকার নিয়েছে।"[সূরা নসি ৪: ২০-২১]

ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন: অর্থাৎ ক'টে যদি তার কোন স্ত্রীকে ব'চ্ছদে করে তার স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চায় তাহলে সে যেন প্রথম স্ত্রীকে যে মোহরানা দিয়েছিল সেটা ফেরত না নিয়ে। এমনকি তার প্রদত্ত মোহরানা যদি বিপুল সম্পদ হয়ে থাকে তবুও। মোহরানা পরিশোধ করা হয় ঘটনাগত্রে বিপরীতে (অর্থাৎ যা দিয়ে ঘটনাগত্রে হালাল করা হয়েছে)। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলছেন: " অথচ তোমরা একে অপরের সাথে একান্ত সম্পর্ক গড়ে"। আর "শক্ত অঙ্গীকার" হল বয়রে চুক্তি।

আনাস বনি মালিকি (রাঃ) বর্ণিত আছে যে, আব্দুর রহমান বনি আওফ (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলেন। তখন তার মাঝে (জাফরানের) হলুদ রঙ দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল: আমি এক আনসারী নারীকে বয়ি করছি। তিনি বললেন: তুমি তাকে কত মোহরানা দিয়েছে? জবাবে সে বলল: এক দানা পরমাণ স্বর্ণ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি একটা ভেড়া দিয়ে হলও ওয়ালমি কর।"[সহিহ বুখারী (৪৭৫৬)]

মোহরানা হচ্ছে কনের প্রাপ্য অধিকার। কনের বাবা ক'থা অন্য কারো জন্য এটি গ্রহণ করা জায়যে নয়; যদি না কনে সন্তুষ্ট চ'ত্বে তাদরেক প্রদান না করে।

আবু সালাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রথা ছিল যখন কোন লোক তার ময়েকে বয়ি দিত তখন ময়েরে পরবর্ত্তে সে নিজই মোহরানার অর্থ গ্রহণ করত। আল্লাহ সটোক নষিধে করে নাযলি করেন:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً سورة النساء 4

"তোমরা সন্তুষ্ট চ'ত্বে/ফরয জনে/ নারীদেরকে তাদের মোহরানা প্রদান কর।"[সূরা নসি, আয়াত: ৪]

অনুরূপভাবে নারী যদি তার স্বামীকে মোহরানার কোন অংশ ছেড়ে দিয়ে তাহলে স্বামীর জন্য সেটা গ্রহণ করা জায়যে আছে। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন:

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ
মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

"তবে তারা যদি খুশমিনে তোমাদেরকে তার কিছু অংশ ছেড়ে দিয়ে তাহলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে খতে (ভোগ করতে) পার।"[সূরা নসি ৪: ৪]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।